দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ১৯ JAN ২০০[illegible] ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ... 2 ...

19 JAN 2003

রাঃবিঃর বিগত প্রশাসন দলীয় কারণে প্রথম স্থান অধিকারী অনেককে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়নি

—রাজশাহী ভার্সিটির ২৩০ শিক্ষক

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির' কার্যকরী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত গত ৬ জানুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনে দেয়া তথ্যকে বিভ্রান্তকর বলে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩০ জন শিক্ষক। তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষক সমিতির বর্তমান কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর গত এক বছরে শিক্ষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়েই সাধারণ সভার মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি গত ৭ মাসে কোন সভাই করেনি। একটি সাধারণ সভা ও দু'টি শোকসভা ছাড়া কার্যকরী কমিটি সাধারণ সদস্যদের সামনে আসার সাহস দেখায়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, কোন বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হলে তা সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষেই করা হয়ে থাকে। কেননা কার্যকরী কমিটি সাধারণ সদস্যের মুখপাত্র হিসাবেই সাংবাদিক সম্মেলন করে থাকে। অথচ সাধারণ সভা না করে কার্যকরী কমিটির এই সাংবাদিক সম্মেলন অনৈতিক এবং সাধারণ সদস্যের অধিকার হরণের শামিল। কার্যকরী কমিটি তার স্বাভাবিক কার্যক্রম না চালিয়ে এখন তাদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য এবং আসন্ন নির্বাচনের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার জন্য এই নীতি গ্রহণ করেছে। তারা তথাকথিত কাল্পনিক ক্যাসেট কেলেংকারীর ফাঁদানো গল্পে অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি পর্যায়ের এক অদৃশ্য ও রহস্যজনক ব্যক্তির সঙ্গে দু'জন সম্মানিত শিক্ষকের টেলিফোন সংলাপের সাথে যে ষড়যন্ত্রের রহস্য খুঁজে পেয়েছেন তা হাস্যকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন যে সমস্ত নিয়োগ দিয়েছে তা সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করে বলা হয়, বর্তমান প্রশাসন ৭৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। যাদের মধ্যে ৫১ জনই এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের ৪টি পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণী/বিভাগ প্রাপ্ত। ২১ জনের তিনটিতে প্রথম শ্রেণী/বিভাগ রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই পিএইচডি ডিগ্রীও রয়েছে। এদের কারো শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ নেই। এছাড়া কোন বিভাগেই প্লানিং কমিটির সুপারিশের অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। পক্ষান্তরে বিগত প্রশাসনের আমলে ৫ বছরে মোট ২৮৮ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এদের অনেকেরই শিক্ষা জীবনে কোন প্রথম শ্রেণী/বিভাগ ছিল না। অনেকের তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ ছিল। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেককে শুধু দলীয় কারণে নিয়োগ দেয়া হয়নি। যার প্রমাণ সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগে নিয়োগের জন্য দু'জন প্রার্থীর নিয়োগের সুপারিশ গত ২/৩ মাস পূর্বের সিন্ডিকেট সভায় বাতিল করা হয়। বহু বিভাগে প্লানিং কমিটির সুপারিশের চেয়ে অনেক বেশীসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যেমন দু'টির জায়গায় সাতটি, তিনটির জায়গায় নয়টি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর আমজাদ আলী, প্রফেসর এম সামসুল আলম সরকার, প্রফেসর এম রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর এম নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ফয়েজউদ্দীন, প্রফেসর গোলাম রব্বানী, প্রফেসর নুরুল কাইয়ুম, প্রফেসর আলতাফ হোসেন, প্রফেসর আব্বাস আলী, মুকুল কুমার বাড়ৈ, ডঃ এ এম শহীদুল আলম প্রমুখ।